হৃদয়ের পথে
নিউ থিয়েটার্স
SAILEN DEY

সম্ভ্রান্ত দোকান মাত্রেই পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
কলিকাতা ও বোম্বাই।

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

উদয়ের পথে

রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, বিনতা বসু, রেখা মিত্র, দেবী মুখোপাধ্যায়,
বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্ত্তী, পুর মল্লিক,
বোকেন চট্টো, তারাপদ চৌধুরী, মীরা দত্ত, লীনা বসু,
মায়া বসু, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, দেববালা, রাজলক্ষ্মী,
রামকৃষ্ণ চৌধুরী (এঃ), মণিকা ভদ্র,
মনোরমা, পারুল কর, আদিত্য ঘোষ
(এঃ), লীলা বসু প্রভৃতি

চিত্রশিল্পী ও পরিচালক : বিমল রায়
কাহিনী : জ্যোতির্ম্ময় রায়

কর্ম্মীবৃন্দ :

চিত্রনাট্য : বিমল রায়
নির্ম্মল দে
গীতকার : শৈলেন রায়
সুরশিল্পী : রাইচাঁদ বড়াল
শব্দযন্ত্রী : অতুল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশক : সৌরেন সেন
চিত্র-সম্পাদক : হরিদাস মহলানবীশ
রসায়নাগারিক : পঞ্চানন নন্দন
নৃত্য-পরিকল্পনা : এম, কে, নায়ার
দৃশ্য-সংগঠক : পুলিন ঘোষ
ব্যবস্থাপক : জলু বড়াল

●

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিনখানি গান :
"বসন্তে ফুল পাঁথলো'
'ঐ মালতী লতা দোলে'
'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে"

●

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

সহকারী বৃন্দ :

পরিচালনায় : মনুজেন্দ্র ভঞ্জ
বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়
মণ্ট বোস
আলোক চিত্রে : নির্ম্মল গুপ্ত
কেষ্ট মুখোপাধ্যায়
মণ্ট বোস
কনক মুখোপাধ্যায়
সুরশিল্পে : হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
শব্দানুলেখনে : মণি বোস
ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপনায় : অনাথ মৈত্র
বীরেন দাস
ধীরেন দাস
খগেন হালদার
যতীন কুণ্ডু
শামসের আলী
দৃশ্য-সংগঠনে : মোহিনী মুখোপাধ্যায়
সহযোগী চিত্রশিল্পী : নির্ম্মল দে
সঙ্ঘ-সচিব : বোকেন চট্টো
চিত্রপরিস্ফুটনে : বলাই ভদ্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

উপহার দ্রব্যাদি : কমলালয় ষ্টোরস্ লিমিটেডের এবং
ট্রামগাড়ীর দৃশ্যাদি : দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ-র সৌজন্যে।
চিত্র-পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম করপোরেশন, কলিকাতা

মূল্য ৵০ আনা

উদয়ের পথে

(কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার)

অনুপ গরীব সাহিত্যিক। চরিত্রে এবং চালচলনে একটু খাপছাড়া। অনুপের বোন সুমিত্রা বি, এ, পড়ে। শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। ধনী-কন্যা গোপার সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। গোপা সুমিত্রাকে নিমন্ত্রণ করলো, তাদের বাড়ীর এক উৎসবে। নিমন্ত্রণ বাড়ী থেকে ফিরলো সে চুরির অপবাদ নিয়ে। সামান্য কারণে সন্দেহটা এসেছিল গোপার গর্ব্বিতা বৌদির মনে। অপরিসীম এই তিক্ততার মধ্যে দিয়েই হ'লো গোপা আর অনুপের প্রথম পরিচয়।

আর্থিক অনটনে প'ড়ে অনুপকে যেতে হ'লো তার এক বন্ধুর কাছে। বন্ধু সমর কাগজের সম্পাদক। সমর স্মরণ করিয়ে দিলো অনুপকে, শ্রমিক সঙ্ঘ নিয়ে মেতে আছে বলেই নাকি তার সাহিত্য এবং অর্থাগম কোনোটাই হ'চ্চে না। অবশেষে, একটা চাকরির খোঁজ দিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করলো অনুপকে একবার গিয়ে চেষ্টা করতে। কাজটা বড় একটা কোম্পানিতে প্রচার-সচিবের কাজ।

অনুপ সাক্ষাৎ করলো সেই অফিসের কর্ত্তা সৌরীন্দ্রনাথের সঙ্গে। চাকরী তার হ'লো।

ধনসম্পদের মধ্যে বসেও সৌরীন্দ্রনাথের মনে একটা অভাব বোধ ছিল—সে হ'লো বিদ্যাবৈদগ্ধ্যের খ্যাতি। সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ ধনীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়েই থাকে। অনুপের ওপর হুকুম হ'লো বক্তৃতা লিখে দেবার। অনুপের রচিত বক্তৃতা পড়ে প্রচুর হাততালি আর সম্মান নিয়ে ফিরলো সৌরীন্দ্রনাথ। লোভ তার বেড়ে

গেল। সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব সে গ্রহণ করে বসলো। তার বাড়ার লাইব্রেরী ঘরে বসে অভিভাষণ লেখার হুকুম হ'লো অনুপের ওপর। সৌরীন্দ্রনাথের লাইব্রেরীতে গিয়ে গোপার সঙ্গে দেখা হ'লো অনুপের। অনুপ তখন জানতে পারলো, যে, যে-বাড়ীতে তার বোন অপমানিত হয়েছে, তাদেরই অধীনে সে চাকরী করছে। তক্ষুনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সে বেরিয়ে এলো। সৌরীন্দ্রনাথ ভাবনায় পড়লো, অনুপের লেখা অসমাপ্ত অভি-ভাষণ নিয়ে। খ্যাতির লোভে উন্মত্ত সৌরীন্দ্রনাথ সাধ্য-সাধনা করে ফিরিয়ে আনলো অনুপকে। অনুপ এলো, কিন্তু কর্ম্মচারী হিসেবে নয়—শুধু অভিভাষণটি লিখে দেবে বলে। সৌরীন্দ্রনাথ অনুরোধের জোরে আদায় করলো, অনুপের অপ্রকাশিত উপন্যাস—পারি-শ্রমিক হিসেবে ছাপিয়ে বার করার দায়িত্ব।

শ্রমিকদের জীবন নিয়ে রচিত সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়লো গোপার হাতে। অবহেলার সঙ্গে সুরু করে, অভিভূত হয়ে সে উপন্যাস পড়া শেষ করলো। উপন্যাসের নানা ঘটনা থেকে নানা প্রশ্ন জাগলো তার মনে,

সেই সঙ্গে তার মনে জাগলো এক অনাবিল শ্রদ্ধা লেখকের প্রতি।

অনুপের ব্যক্তিত্ব ও রচনার সংস্পর্শে এসে গোপার মনে এল পরম পরিবর্ত্তন।

নতুন-জাগা কৌতুহল নিয়ে সে গিয়ে উপস্থিত হ'লো অনুপের বাড়ী—উপন্যাসের শ্রমিক জীবনকে সে মিলিয়ে দেখতে চায়, সেটা খাঁটি না কাল্পনিক। অনুপের সঙ্গে প্রথমেই গেল সে নিজেদের কারখানার বস্তিতে। শ্রমিকদের কাছে গোপা অপরিচিত, কিন্তু অনুপ তাদের অনেকদিনের আপনার। শ্রমিকদের যে-সব উপস্থিত অভাব অভিযোগ ও দাবি, তারই পরিচয় নেবার জন্যে গোপা উন্মুখ হয়ে ছিল।

পরের দিন, সর্দ্দারদের নিয়ে ছোট খাটো একটা সভারও ব্যবস্থা হয়ে গেল। আত্ম-পরিচয় গোপন রেখে সে-সভায় গোপাও যোগ দিল। সেখানে স্থির হ'লো খোলা ময়দানে সকল শ্রমিকদের নিয়ে সাধারণ সভায় সব অভিযোগের আলোচনা হ'বে। ইতিমধ্যে সৌরীন্দ্রনাথ অনুপের উপন্যাসখানা নিজের নামে ছাপিয়ে চারদিক থেকে বাহবা লুটতে সুরু করেছে। সে-বই দেখে গোপার মনে হ'লো, অনুপকে প্রবঞ্চনা করে তার এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ অপরে লুটে নিয়েছে।

সৌরীন্দ্রনাথ বোনের চাল-চলন ও গতিবিধি দেখে চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিল তার ওপর ফ্যাক্টরীতে গণ্ডগোল বাধবার আশঙ্কা আছে খবর পেয়ে সে রীতিমত শঙ্কিত হ'লো। তার পিতা ব্রজেন্দ্রনাথকে সে তার করলো কলকাতায় আস্‌তে।

সাধারণ সভার দিন বিকেলে গোপা বারান্দা দিয়ে যাবার সময় সৌরীন্দ্রনাথের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো। সৌরীন্দ্রনাথ ফোনে কথা বলছে। ফ্যাক্টরীর কাকে যেন নির্দ্দেশ দিচ্ছে, ব্যবস্থা মত ভাড়াটে-গুণ্ডা দিয়ে অনুপকে জখম করে মিটিং ভেঙ্গে দিতে। গোপা তক্ষুনি ছুটলো সেই সভায়। সভায় যখন সে পৌছল অনুপ তখন আহত। অশ্রু-সিক্ত চোখে সে যখন অনুপের শুশ্রূষায় মন দিয়েছে, এমন সময় তার হাত ধ'রে কে টানলো। গোপা তাকিয়ে দেখে—তার দাদা সৌরীন্দ্রনাথ।

শ্রমিক-সভায় মালিকের কন্যা শ্রমিক-কর্ম্মীর পাশে! পরের দিন প্রতি দৈনিকে বড় বড় হরফে ছাপা হ'লো 'পিতার বরুদ্ধে কন্যার অভিযান।' সমস্ত ব্যাপারটা ব্রজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে এবং পারিবারিক আভিজাত্যে বিষম আঘাত করলো।

সমস্ত বাধা-বিপত্তি এবং সম্পদের মায়া মমতা ত্যাগ করে—গোপা তার জীবনের গতি কি ভাবে অনুপের সঙ্গে এক স্রোতে মিলিয়ে দিল—চিত্রে তার অপূর্ব্ব চরম পরিচয় আপনারা পাবেন।

মুক্তি-প্রতীক্ষায়!

মঞ্চসাফল্য-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত
সামাজিক নাটক অবলম্বনে
নিউথিয়েটার্সের শ্রদ্ধা-নিবেদন

ভূমিকায়ঃ চন্দ্রাবতী, সুনন্দা, লতিকা, রেখা, ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র, জহর, দেবকুমার, নরেশ মিত্র, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি

পরিচালকঃ সুবোধ মিত্র ● সঙ্গীতঃ পঙ্কজ মল্লিক ● চিত্রনাট্যঃ বিনয় চাটার্জ্জি

পরিবেশকঃ প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

গান

(১)

রিনির গান

বসন্তে ফুল গাঁথলো আমার জয়ের মালা।
বইলো প্রাণে দখিণ হাওয়া আগুন-জ্বালা॥
পিছের বাঁশী কোণের ঘরে
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে
মরণ এবার আন্‌লো আমার বরণ-ডালা।
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে আকাশ পাতালে,
নাচের তালের ঝঙ্কারে তার আমায় মাতালে;
কুড়িয়ে নেবার ঘুচ্‌লো পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌লো নেশা,
আরাম বলে, "এলো আমার যাবার পালা"॥

—রবীন্দ্রনাথ।

(২)

সুমিতার গান

গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
গানের এ অগ্নিমালা দেব কারে
খুঁজে না পাই
নিশিদিন পায়ে যাদের শিকল বাজে,
তারা যে বন্দী সবাই নিজের কাছে,
তারা যে জীবন-তরী নকল সোণায়
করল বোঝাই॥
আমার এ গানের পাখী
সোণার খাঁচায় দেয় না ধরা,
কোকিলের গান সে তো নয়
সোণায় গড়া;
গানে মোর মিলন-দোলায় ভুবন দোলে,
এ গানে পরের লাগি আপন ভোলে;
যে শুধু মিলন-ডোরে বাঁধবে ভুবন
তারেই যে চাই।

—শৈলেন রায়।

(৩)

গোপার গান

ঐ মালতী-লতা দোলে।
পিয়াল-তরুর কোলে পুব হাওয়াতে
মোর হৃদয়ে লাগে দোলা
ফিরি আপন ভোলা
মোর ভাবনা কোথায় হারা
মেঘের মতন যায় চলে॥
জানিনে কোথায় জাগো, ওগো বন্ধু
পরবাসী,
কোন্ নিভৃত বাতায়নে।
সেথা নিশীথের জলভরা কণ্ঠে
কোন্ বিরহিণীর বাণী
তোমারে কী যায় বলে॥

—রবীন্দ্রনাথ।

(৪)

গোপার গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
উছ্‌লে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে,
ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো॥
নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণী বনের হংস-মিথুন মেলেছে আজ পাখা;
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কী এ?
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণীর
বাসর-প্রদীপ জ্বালো?

—রবীন্দ্রনাথ।

(৫)

শ্রমিকদের গান

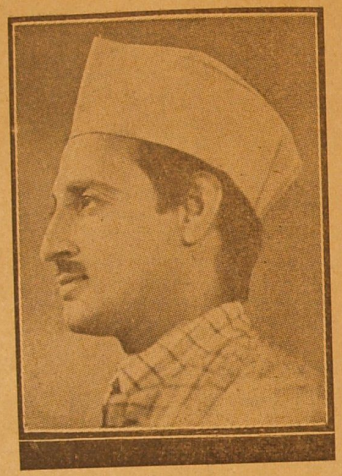

চল বীর, চল বীর, চল বীর !
উদয়ের পথে যেথা
শেষ হবে রজনীর ॥
জ্বালো আলো, ঘুচাও রাতের কালো,
আনো তব জাগরণে
জাগরণ পৃথিবীর ॥
ধনিকের বণিকের নিষ্ঠুর বন্ধন,
ভেঙে ফেল থেমে যাক্ মানুষের ক্রন্দন ;
আকাশে উড়ুক তব সাম্য পতাকা নব,
স্বার্থের পরাজয়ে জয় হোক্ শান্তির ॥

—শৈলেন রায়।

(৬)

গোপার গান

তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কী যে।
নতুন জালে আবার আমি জড়াই নিজে ॥
আমার বুকের মালা তোমার পায়ের কাছে,
হার মেনে হায় ব্যথায় সে যে লুটায় লাজে ;
ভুলে যাওয়ার সাধনখানি হয় রে মিছে ॥
নয়ন আমার মগন কর স্বপন-রূপে,
তোমার আগুন গন্ধে জ্বলে আমার ধূপে ;
(আমি) যতই করি তোমার লাগি আমারে ক্ষয়,
হৃদয় বলে, তোমারই জয় তোমারই জয় ;
চরণ চলে নয়ন যে হায় তাকায় পিছে ॥

—শৈলেন রায়।

সম্পাদক—শ্রীহেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।

আধুনিক

জুয়েলারীর

জন্য

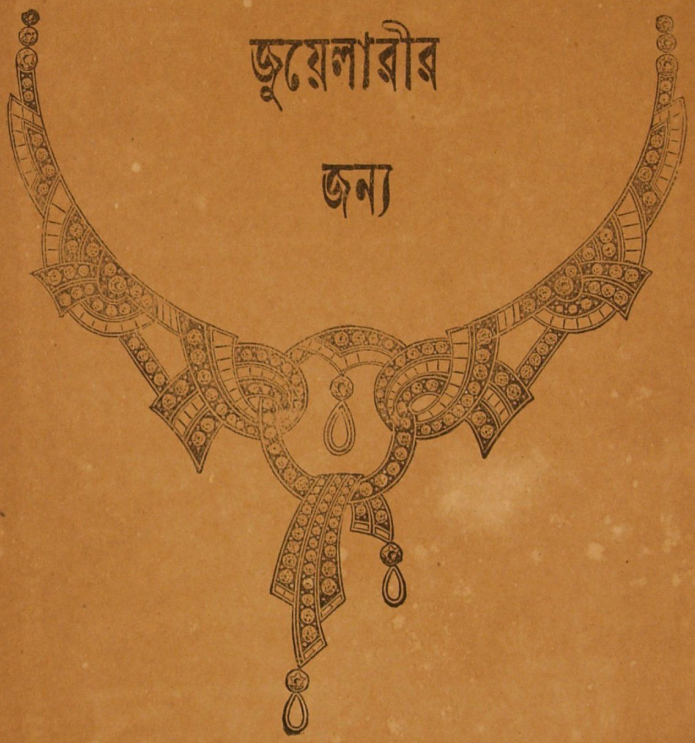

রায় এণ্ড কোং

১৩৬নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোনঃ কলিঃ ৫০৮০

"নিতি নিতি কত রচিব যতনে
কুসুম শয়ন রে"

সে শয্যা রচনা করে সুখ ও তাতে শয়ন করেও আরাম যদি শয্যা সুন্দর ও কোমল হয়। সুখশয্যা দেহে ও মনে প্রচুর আনন্দ দান করে ও সুনিদ্রা আনে। আমাদের শয্যাদ্রব্য আধুনিক রুচিসম্মত সম্পূর্ণ বাছাই করা মাল-মসলায় বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রস্তুত, দেখিতে সুন্দর ও ব্যবহারে আরামদায়ক।

শিল্প ভবন

এ, বর্ম্মন এণ্ড কোং

২০৮-২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন।— বি, বি ১৩৩৪ (এ, বর্ম্মন এণ্ড কোং দ্বারা প্রচারিত)

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভাগীয় বিপণি।

ফ্যান্সি তাঁতের শাড়ী, জামা, কাপড়, উৎকৃষ্ট প্রসাধন সামগ্রী, মনোহারী দ্রব্য, উপহার সামগ্রী, গন্ধদ্রব্য, পদশ্রীবর্দ্ধক পাদুকা, সুটকেস্, হোল্ড-অল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটী জিনিস শিল্প নৈপুণ্য ও মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক।

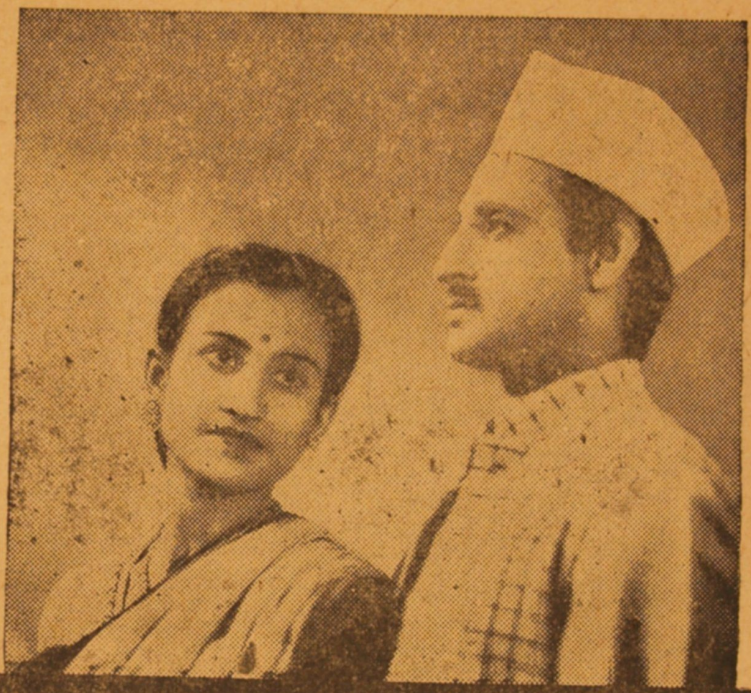

নিউ থিয়েটার্সের চিত্র-

উদয়ের পথে

পরিচালনা-বিমল রায়, সঙ্গীত-রাইচাঁদ বড়াল

চিত্র-পরিবেশক

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

উদয়ের-পথে

—ভূমিকায়—

রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, বিনতা বসু, রেখা মিত্র, দেবী মুখোপাধ্যায়,
বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
মায়া বসু, দেববালা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি।

চিত্রশিল্পী ও পরিচালক : **বিমল রায়**

কাহিনী : **জ্যোতির্ম্ময় রায়**

কর্ম্মীবৃন্দ :

চিত্রনাট্য : বিমল রায় ও নির্ম্মল দে	চিত্র-সম্পাদক : হরিদাস মহলানবীশ
গীতকার : শৈলেন রায়	রসায়নাগারিক : পঞ্চানন নন্দন
সুরশিল্পী : রাইচাঁদ বড়াল	নৃত্য-পরিকল্পনা : এম, কে, নায়ার
শব্দযন্ত্র : অতুল চট্টোপাধ্যায়	দৃশ্য-সংগঠক : পুলিন ঘোষ
শিল্প-নির্দ্দেশক : সৌরেন সেন	ব্যবস্থাপক : জলু বড়াল

কবিগুরু রবিন্দ্রনাথের তিনখানি গান :
"বসন্তে ফুল গাঁথলো"
"মালতী লতা দোলে"
"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে"

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

উপহার দ্রব্যাদি : **কমলালয় ষ্টোরস্ লিমিটেডের** এবং
ট্রামগাড়ীর দৃশ্যাদি : **দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ**-র সৌজন্যে।

চিত্র-পরিবেশক : **অরোরা ফিল্ম করপোরেশন, কলিকাতা।**

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

উদয়ের-পথে

(কাহিনী)

অনুপ গরীব সাহিত্যিক। অনুপের বোন সুমিত্রা। ধনী-কন্যা গোপা সুমিত্রাকে নিমন্ত্রণ করলো, তাদের বাড়ীর এক উৎসবে। সুমিত্রা নিমন্ত্রণ-বাড়ী থেকে ফিরলো চুরির অপবাদ নিয়ে।

আর্থিক অনটনে প'ড়ে অনুপকে যেতে হ'লো তার সম্পাদক বন্ধু সমরের কাছে। সমর অনুপকে একটা চাকরীর খোঁজ দিয়ে, বিশেষভাবে অনুরোধ করলো একবার গিয়ে চেষ্টা করতে।

অনুপ সাক্ষাৎ করলো অফিসের কর্ত্তা সৌরীন্দ্রনাথের সঙ্গে। চাকরী তার হ'লো।

অনুপের ওপর হুকুম হ'লো বক্তৃতা লিখে দেবার। অনুপের রচিত বক্তৃতা পড়ে প্রচুর হাততালি আর সম্মান নিয়ে ফিরলো সৌরীন্দ্রনাথ। লোভ তার বেড়ে গেল। সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব সে গ্রহণ করে বসলো। সৌরীন্দ্রনাথের লাইব্রেরীতে গিয়ে গোপার সঙ্গে দেখা হ'লো অনুপের। অনুপ তখন জানতে পারলো, যে, যে-বাড়ীতে তার বোন অপমানিত হয়েছে, তাদেরই অধীনে সে চাকরী করছে। তক্ষুনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সে বেরিয়ে এলো। খ্যাতির লোভে উন্মত্ত সৌরীন্দ্রনাথ সাধ্য-সাধনা করে

ফিরিয়ে আনলো অনুপকে। অনুপ এলো, শুধু অভিভাষণটি লিখে দেবে বলে। সৌরীন্দ্রনাথ অনুপের অপ্রকাশিত উপন্যাস—অভিভাষণ লেখার পারিশ্রমিক হিসেবে ছাপিয়ে বার করার দায়ত্ব গ্রহণ করলো।

শ্রমিকের জীবন নিয়ে রচিত এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়লো গোপার হাতে। অবহেলার সঙ্গে সুরু করে, অভিভূত হয়ে সে উপন্যাস পড়া শেষ করলো। তার মনে জাগলো এক অনাবিল শ্রদ্ধা লেখকের প্রতি।

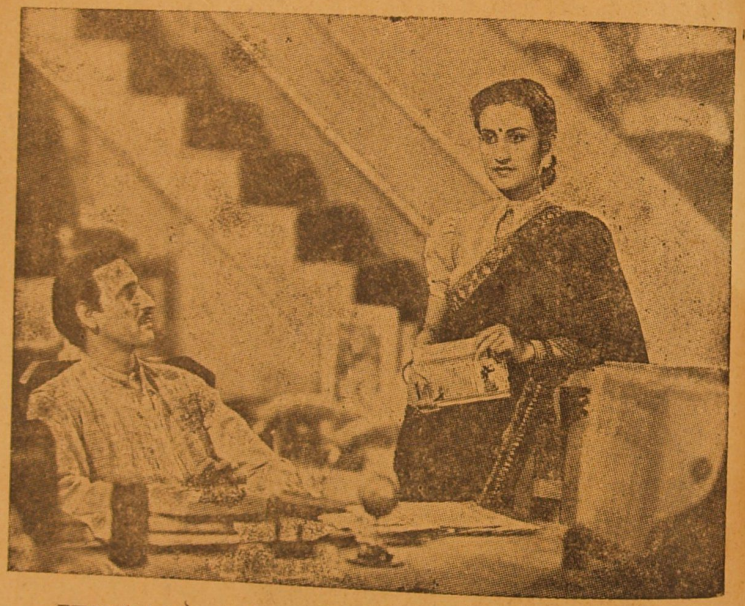

নতুন-জাগা কৌতুহল নিয়ে গোপা অনুপের সঙ্গে দেখতে গেল নিজেদের কারখানার বস্তি। শ্রমিকদের কাছে গোপা অপরিচিতা, কিন্তু অনুপ তাদের অনেকদিনের আপনার।

আত্ম-পরিচয় গোপন রেখে শ্রমিকসভায় গোপা যোগ দিল। ইতিমধ্যে সৌরীন্দ্রনাথ অনুপের উপন্যাসখানা নিজের নামে ছাপিয়ে চারদিক থেকে প্রশংসা পেতে সুরু করেছে।

সৌরীন্দ্রনাথ বোনের চাল-চলন ও গতিবিধি দেখে চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিল।

সাধারণ এক শ্রমিক-সভার দিন বিকেলে গোপা বারান্দা দিয়ে যাবার সময় সৌরীন্দ্রনাথের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো। সৌরীন্দ্রনাথ ফোনে কাকে যেন নির্দ্দেশ দিচ্ছে ভাড়াটে-গুণ্ডা দিয়ে অনুপকে জখম করে শ্রমিক-সভা ভেঙ্গে দিতে। গোপা ছুটলো সভায়। পৌঁছে দেখে অনুপ আহত। অশ্রু-শিক্ত চোখে সে যখন অনুপের শুশ্রূষায় মন দিয়েছে, এমন সময় তার হাত ধ'রে টানলো তার দাদা সৌরীন্দ্রনাথ।

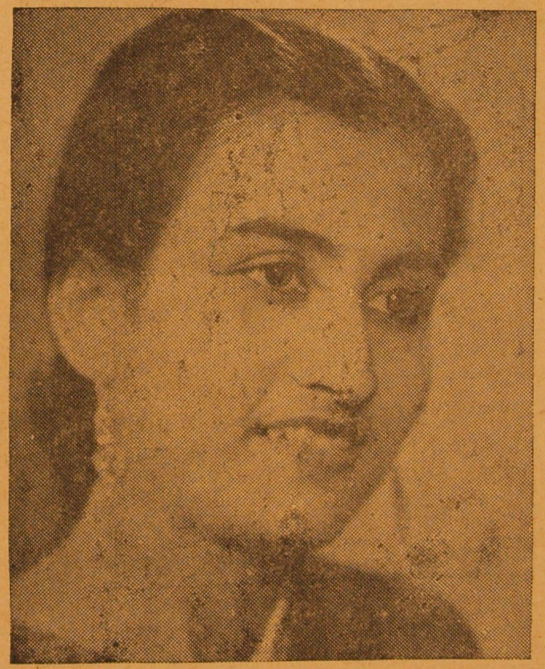

শ্রমিক-সভায় মালিকের কন্যা শ্রমিক-কর্ম্মীর পাশে। পরের দিন প্রতি দৈনিকে বড় বড় হরফে ছাপা হ'লো 'পিতার বিরুদ্ধে কন্যার অভিযান।'

গোপা তার জীবনের গতি কি ভাবে অনুপের সঙ্গে এক স্রোতে মিলিয়ে দিল—চিত্রে তার অপূর্ব্ব পরিচয় দেখুন।

গান

(১)

ঝিনির গান

বসন্তে ফুল গাঁথলো আমার জয়ের মালা।
বইলো প্রাণে দখিন হাওয়া আগুন-জ্বালা॥
পিছের বাঁশী কোণের ঘরে
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে
মরণ এবার আন্‌লো আমার বরণ-ডালা॥
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে আকাশ পাতালে,
নাচের তালে ঝঙ্কারে তার আমায় মাতালে;
কুড়িয়ে নেবার ঘুচলো পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগলো নেশা,
আরাম বলে, 'এলো আমার যাবার পালা'॥

—রবীন্দ্রনাথ।

(২)

সুমিতার গান

গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
গানের এ অগ্নিমালা দেব কারে
খুঁজে না পাই
নিশিদিন পায়ে যাদের শিকল বাজে,
তারা যে বন্দী সবাই নিজের কাছে,
তারা যে জীবন-তরী নকল সোনায়
করল বোঝাই॥
আমার এ গানের পাখী
সোনার খাঁচায় দেয় না ধরা,
কোকিলের গান সে তো নয়
সোনায় গড়া;
গানে-মোর মিলন-দোলায় ভুবন দোলে,
এ গানে পরের লাগি আপন ভোলে;
যে শুধু মিলন-ডোরে বাঁধবে ভুবন
তারেই যে চাই॥

—শৈলেন রায়।

(৩)

গোপার গান

ঐ মালতী লতা দোলে।
পিয়াল-তরুর কোলে পূব হাওয়াতে
ার হৃদয়ে লাগে দোলা
রি আপন ভোলা
ার ভাবনা কোথায় হারা
ঘের মতন যায় চলে॥
নিনে কোথায় জাগো, ওগো বন্ধু পরবাসী,
ন নিভৃত বাতায়নে।
া নিশীথের জলভরা কণ্ঠে
ন বিরহিণীর বাণী
মারে কী যায় বলে॥

—রবীন্দ্রনাথ।

(৪)

গোপার গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
উছ্‌লে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে,
ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো॥
নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণী বনের হংস-মিথুন মেলেছে আজ পাখা;
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কী এ?
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণীর
বাসর-প্রদীপ জ্বালো?

—রবীন্দ্রনাথ।

(৫)

শ্রমিকের গান

চল বীর, চল বীর, চল বীর!
উদয়ের পথে যেথা
শেষ হবে রজনীর॥
জ্বালো আলো, ঘুচাও রাতের কালো,
আনো তব জাগরণে
জাগরণ পৃথিবীর॥
ধনিকের বনিকের নিষ্ঠুর বন্ধন,
ভেঙ্গে ফেল্ থেমে যাক্ মানুষের ক্রন্দন;
আকাশে উড়ুক তব সাম্য পতাকা-নব,
স্বার্থের পরাজয়ে জয় হোক্ শান্তির॥

—শৈলেন রায়।

(৬)

গোপার গান

তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কী যে
নতুন জালে আবার আমি জড়াই নিজে॥
আমার বুকের মালা তোমার
পায়ের কাছে,
হার মেনে হায় ব্যথায় সে যে লুটায়
লাজে;
ভুলে যাওয়ার সাধনখানি হয় রে মিছে॥
নয়ন আমার মগন কর স্বপন-রূপে,
তোমার আগুন গন্ধে জ্বলে আমার
ধূপে;
(আমি) যতই করি তোমার লাগি
আমারে ক্ষয়,
হৃদয় বলে, তোমারই জয় তোমারই
জয়।
চরণ চলে নয়ন যে হায় তাকায় পিছে॥

—শৈলেন রায়।

চণ্ডীদাস

মীরাবাঈ

দেবদাস

বিদ্যাপতি

দিদি

ভাগ্যচক্র

দেশের মাটি

সাপুড়ে

পরিচয়

রামের সুমতি

নার্স সিসি

প্রতিবাদ

নির্ম্মায়মান চিত্র—

প্রবোধ স্যান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে

পরিচালনা—কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্সের অতুলনীয়

চিত্রসম্ভার—

মন্ত্রমুগ্ধ

বিষ্ণুপ্রিয়া

রূপকথা

পরিত্রাণ

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাজাতি আর্ট প্রেস, কলিকাতা ২৫